দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 24 FEB 1997
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩ ...
ডকুমেন্টেশন

শিক্ষাঙ্গন

শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের পদ্ধতির পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিকতা, সেন্হ, মায়া, মমতা, দূরদর্শিতা আর সুদূরপ্রসারী চিন্তার উপর। কাঁচা মাটিকে যেমনিভাবে ইচ্ছানুযায়ী গড়া যায়, শিশু ও তদ্রুপ কাঁচা মাটির মত, তাকে যেভাবে তৈরী করা হয়, সেভাবে সে গড়ে উঠে। শিশু যা দেখে তা শিখে, যা শুনে তা ভুলে যায়। শিশু দেখে-শুনে, অনুকরণ করে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষা লাভ করে। শিশুর এই পবিত্র কর্মপ্রবণতাকে দমন না করে তা পর্যবেক্ষণ, পরিচালনা এবং সার্বিক সহায়তা করে যে শিক্ষা দেয়া হয়, সে শিক্ষাই হলো প্রাথমিক শিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'আনন্দের সাথে পড়তে পড়তে পড়বার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। গ্রহণ শক্তি, ধারণা শক্তি, বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি লাভ করে।'

শিক্ষাঙ্গনে বেতের প্রথা এখন আর নেই। বর্তমানে বেতের পরিবর্তে আনন্দ আর হৃদ্যতার দ্বারা শিশুদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। দেখা গেছে, আনন্দের মাঝে একটা শিশু যতটুকু শিখতে পেরেছে। তার চাইতে বেশী গোমরা ও বোকা হয়ে যাচ্ছে বেতের শাসনের মাধ্যমে, যে শিশুকে স্নেহ-মমতা আর হৃদ্যতা দিয়ে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না, সে শিশুকে বেতের মাধ্যমে কিছুতেই আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। এ জন্যেই শিশুদেরকে শৈশবকাল থেকেই উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষা এবং পড়ালেখার প্রতি উৎসাহিত করে তুলতে হবে। তাদেরকে আস্তে আস্তে শিশু সাহিত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। যাতে তারা শিশুদের রচিত বই, পত্রিকা, গল্প, ছড়া পড়তে ভালোবাসে।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাকে প্রথমে অংক শিক্ষা দেয়া হয় না। তাকে প্রথমেই কথা বলতে শিক্ষা দেয়া হয়। আর বলতে বলতেই তাদের মধ্যে আবেগের সৃষ্টি হয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনদের ভালোবাসতে শিখে। তাহলে দেখা যায়, সাহিত্যের মাধ্যমেই তাদের শিক্ষা জীবন শুরু। সাহিত্য এমন একটা চেতনা যা মানুষের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলে গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ-সৌহার্দ্য আর মমত্ববোধ।

কাজেই শিশুদের মন কিভাবে কোন অবস্থায় এবং কখন সাড়া দেয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হৃদয়ের গভীর আবেগ নিয়ে স্নেহের চোখে তাদের কচি হৃদয়কে পড়ালেখার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে।

—আবদুল বাতেন মিয়াজী